**জাতীয় যুবদিবস-২০১৮**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৭ কার্তিক ১৪২৫, ১ নভেম্বর ২০১৮**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় যুবভাই ও বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসলামু আলাইকুম।

আজ ১ নভেম্বর-২০১৮ জাতীয় যুবদিবস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশব্যাপী দিবসটি উদযাপনের জন্য নানাবিধ বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছরের জাতীয় যুবদিবসের মূল প্রতিপাদ্য-‘জেগেছে যুব গড়বে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’- এর সাথে আমি সংহতি প্রকাশ করছি।

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। ১৫ আগস্টের শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আমাদের যুবসমাজ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী অপশক্তির কাছে হার মানেনি; বরং জাতির প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে তারা অমূল্য অবদান রেখেছে। আগামী দিনে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে সে বিষয়ে আমার গভীর আস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ও টেকসই উন্নয়নে অফুরন্ত প্রাণশক্তির আঁধার আমাদের বিশাল যুবসমাজের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার আজন্ম লালিত স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। দেশ-বিদেশের ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে তিনি পরিবার পরিজনসহ নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হোন। কিন্তু বাঙালি জাতি পরাভব মানে না। আজ জাতির পিতার আদর্শের দল সরকার পরিচালনা করছে। আমি জানি, জাতির পিতার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি আজকের যুবসমাজ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে বদ্ধপরিকর। আমি যুবসমাজকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার কাজে আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জানাই ।

আমাদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ- যা প্রায় ৫ কোটি। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আমাদের ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট’ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। সে কারণে যুবদের উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে । আমাদের সরকার এ লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে তাদের মানবসম্পদে পরিণত করছে। তারা কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। কোন কোন সফল আত্মকর্মী মাসিক লক্ষাধিক টাকা আয় করছেন। এটি অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

আজকের অনুষ্ঠানে সফল আত্মকর্মী ও সংগঠকদের তাদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। আমি পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদেরকেও জাতীয় পুরস্কারে অন্তর্ভুক্ত করায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

প্রিয় সুধী,

বর্তমান সরকার যুবদের উন্নয়নের জন্য খুবই আন্তরিক এবং তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুবসমাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ৭টি বিভাগে টেকাব (টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলিজড রুরাল ইয়াং পিপলস অব বাংলাদেশ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ শিক্ষিত যুবদের ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

এ প্রশিক্ষণ ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের মাধ্যমে একযোগে ৭ বিভাগের ৭টি উপজেলায় পশ্চাদপদ গ্রামীণ যুবদের বিনামূল্যে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কারিগরি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মতো পরিবেশবান্ধব ইমপ্যাক্ট ফেজ-২ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এতে পরিবেশ দূষণরোধসহ গ্রামীণ পর্যায়ে জ্বালানির চাহিদা মিটানো হচ্ছে ।

দেশের সকল জেলায় যুবদের জন্য একই ধরনের প্রশিক্ষণ অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক যুব ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে যুবসংগঠনের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করে যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০১৫ প্রণয়ন ও বিধিমালা ২০১৭ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে দেশব্যাপী যুব কার্যক্রমের প্রসার ঘটছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুব মতবিনিময়ের আওতায় যুবরা দেশের বাইরে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাচ্ছে। ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে সেন্টার অব একসিলেন্স এ পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সমাপ্ত এই প্রকল্পের জনবলকে রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে পরিণত করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি আইন গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। দেশের যুবদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি এ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রদান করা হবে ।

প্রিয় সুধিমন্ডলী,

দেশের দারিদ্র্যবিমোচন ও বেকারত্ব দূরীকরণে ২০১০ সালে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৫৫ লক্ষ ১ হাজার ৫৯০ জনকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে মোট ৯ লক্ষ ৯ হাজার ০৩৩ জনকে ১ হাজার ৭১৯ কোটি ৯২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা যুবঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ২১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৬৮ জন আত্মকর্মী হয়েছে ।

নূতন আঙ্গিকে প্রণীত যুবনীতি ২০১৭ যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়নে অধিকতর সহায়ক হবে । তাই যুবনীতি-২০১৭ এর অ্যাকশন প্লান (Action Plan) ও ইয়ূথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (Youth Development Index) দ্রুত প্রণয়ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকার যুগান্তকারী ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু করেছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত একজন যুবক/যুবমহিলা প্রতিমাসে ৬০০০/- টাকা কর্মভাতা পেয়ে থাকে। ন্যাশনাল সার্ভিসে যুবমহিলার অংশগ্রহণ খুবই আশাব্যঞ্জক, যা শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলায় মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৮৫ জন এবং কর্মসংস্থান প্রাপ্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৫১ জন। অস্থায়ী কর্মসংস্থান শেষে অনেকে স্থায়ী কর্মসংস্থান কিংবা আত্মকর্মী হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী এর কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সারাদেশে সম্প্রসারিত হবে।

আমাদের ৯ম সংসদীয় নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতির অনুরূপ ১০ম নির্বাচনী ইস্তেহারেও আমরা এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের অঙ্গিকার করেছি যার আলোকে বর্তমানে ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পর্বের সম্প্রসারণ কাজ চলছে, যেখানে মোট ৬৪টি উপজেলা কর্মসূচিভুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ক্যাটারিং ও হাউজ কিপিং এবং মেরিন ফিসিং-কে প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাশূন্যে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশকে জয় করেছে এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করেছে। সরকারি কাজে এখন পুরোদমে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হচ্ছে।

তোমরা যুবরাই গড়তে পার সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আমার সরকার সূচিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে যে স্বীকৃতি ও সম্মান আমরা পেয়েছি তোমরা তার গর্বিত অংশীদার। তবে আত্মতুষ্টিতে আমাদের বসে থাকার সুযোগ নেই।

আমাদেরকে উন্নয়নের আরও পথ পাড়ি দিতে হবে। তাই তোমাদের প্রতি আহ্বান- দেশ গড়ার মহান ব্রত নিয়ে তোমরা তোমাদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখো। তোমরা সকলে দেশ গড়ার মহান ব্র্রত নিয়ে কাজ করবে এবং জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করবে- এ আমার প্রত্যাশা।

যুবসমাজকে দেশপ্রেম, মানবতা, নৈতিকতা এবং আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মদক্ষতায় বলীয়ান হতে হবে। জঙ্গিবাদ এবং মাদক থেকে যুব সমাজকে দূরে থাকতে হবে।

আমরা এখন গর্বিত জাতি। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমরা ২০৪১ সালে আমাদের দেশকে সুখী-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করতে সক্ষম হবো-ইনশাআল্লাহ। আমরা এখন দেশের সুদীর্ঘতম পদ্মাসেতু নিজ অর্থায়নে করতে সক্ষম হয়েছি।

এছাড়া আমরা রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পসহ অন্যান্য মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিদায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আমাদের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৫১ ডলার। জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নীত হয়েছে ৭.৮৬%। তবে দেশকে কাক্সিক্ষত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে অব্যাহত উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। আর যুবসমাজ এ ক্ষেত্রে অগ্রসৈনিক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে-এ আমার প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় যুবদিবস ২০১৮-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আপনাদের সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। উপস্থিত সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

...